বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি (বিজিএমইএ)

২৩/১ পান্থপথ লিংক রোড, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

বিজ্ঞপ্তি নং-বিজিএ/ইনসিওরেন্স/২০১৫/ তাং ৪ মে ২০১৫

পোশাক শিল্পের সকল সম্মানিত সদস্যের জন্য জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বিষয় ঃ শ্রমিক/কর্মচারীদের গ্রুপ বীমা প্রসঙ্গে।

বিজিএমইএ'র সদস্যভূক্ত ইউনিট সমূহকে ৭ মে ২০১৫ হতে ৬ মে ২০১৬ মেয়াদে গ্রুপ **বীমার প্রিমিয়াম বাবদ নির্ধারিত পরিমান টাকা এবং শ্রমিক/কর্মচারীদের নামের তালিকা বিজিএমইএ'তে ৭ মে ২০১৫ তারিখে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।** আপনার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমান টাকা এবং শ্রমিক/কর্মচারীদের নামের তালিকা ৭ মে ২০১৫ তারিখে জমা না দিলে পরবর্তী যে তারিখে বিজিএমইএ তে জমা দেয়া হবে সেদিন থেকে ৬ মে ২০১৬ পর্যন্ত আপনার প্রতিষ্ঠানটি গ্রুপ বীমা কভারেজের আওতাভূক্ত থাকবে। গ্রুপ বীমার আওতাভূক্ত না হওয়া পর্যন্ত আপনার প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত শ্রমিক/কর্মচারী মৃত্যু কিংবা পঙ্গুত্ববরন করলে গ্রুপ বীমার প্রাপ্য হতে বঞ্চিত হবে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানটি গ্রুপ বীমার অওতাভূক্ত না হওয়া পর্যন্ত ইউডি, ইউপি সহ বিজিএমইএ প্রদত্ত অন্যান্য সকল সেবা হতে বঞ্চিত হবে।

কোন শ্রমিক/কর্মচারী মৃত্যুবরন বা সম্পূর্নরূপে পঙ্গুত্ববরন করলে বীমা সুবিধা ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা এবং আংশিকভাবে পঙ্গুত্ববরন করলে ক্ষেত্র বিশেষে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা হতে ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্ষতিপূরন প্রদানের শর্তে শ্রমিক/কর্মচারীদের সংখ্যা অনুযায়ী নিম্নবর্নিত প্রিমিয়াম হার নির্ধারন করা হয়েছেঃ

গ্রেড নং	শ্রমিক সংখ্যা	প্রিমিয়াম হার
গ্রেড-১	১-৫০০	২৬,০০০ টাকা
গ্রেড-২	৫০১-১০০০	৪৩,০০০ টাকা
গ্রেড-৩	১০০১ - ২৫০০	৯৭,০০০ টাকা
গ্রেড-৪	২৫০১ - ৫০০০	১,৪২,০০০ টাকা
গ্রেড-৫	৫০০১ -উর্ধে	২,২৫,০০০ টাকা

শ্রমিক/কর্মচারীদের নামের তালিকা নিম্নলিখিত ছকে প্রস্তুত করতে হবে ঃ

ক্রমিক নং	আইডি নং	সম্পূর্ন নাম	বাবা/মা/স্বামীর নাম (সম্ভব হলে)	পদবী	বর্তমান কাজের স্থান (সম্ভব হলে)	জন্ম তারিখ	কাজে যোগদানের তারিখ	ন্যাশনাল আইডি নং (সম্ভব হলে)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ক) তালিকায় ক্রমিক নম্বর ক্রমাগতভাবে হতে হবে খ) প্রত্যেক পাতায় পৃষ্ঠা নম্বর, কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর, সিল, তারিখ থাকতে হবে এবং গ) **Forwarding letter এ এই মর্মে সনদ দিতে হবে যে তালিকাভূক্ত সকল শ্রমিক/কর্মচারী সুস্থ্য স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সকলেই স্ব-শরীরে কর্মস্থলে উপস্থিত আছে।** শ্রমিক/কর্মচারীদের অভিন্ন মোট ৩ সেট (ঢাকা অঞ্চলের জন্য) এবং ৪ সেট (চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য) forwarding letter সহ তালিকা প্রস্তুত করে বিজিএমইএ, ঢাকা অফিসে ২ সেট তালিকা জমা দিতে হবে এবং বিজিএমইএ'র রিসিভ সিল ও স্বাক্ষর সম্বলিত ১ সেট তালিকা প্রত্যেক ইউনিটে অবশ্যই সংরক্ষন করতে হবে।

আরো উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, গ্রুপ বীমা করার জন্য মানি রিসিট সহ শ্রমিক/কর্মচারীদের মূল তালিকা যেদিন বিজিএমইএ' তে জমা দেয়া হবে সেই তারিখে আপনার ফ্যাক্টরিতে উপস্থিত সকল শ্রমিক/কর্মচারীর নাম সেই তালিকায় অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। পরবর্তীতে দুই মাসে যারা নতুনভাবে নিয়ুক্ত হবে এবং যারা চাকুরী ছেড়ে চলে যাবে প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর শুধুমাত্র তাদের নামের তালিকা (গ্রেড পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রিমিয়ামসহ) পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বিজিএমইএ তে জমা দিতে হবে। **মূল তালিকার কোন সংশোধিত কপি পরবর্তীতে গ্রহনযোগ্য হবেনা বলে মূল তালিকা প্রস্তুতের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোন শ্রমিক/কর্মচারীর নাম তালিকা হতে বাদ না**

পড়ে। প্রতি ২ মাসের নব নিযুক্ত এবং চাকুরী ছেড়ে যাওয়া শ্রমিক/কর্মচারীর নামের তালিকা তৃতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহে জমা না দিলে চুক্তি অনুযায়ী পরবর্তীতে তা আর গ্রহনযোগ্য হবে না।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, নব নিযুক্ত এবং চাকুরী ছেড়ে যাওয়া শ্রমিক/কর্মচারীর দ্বি-মাসিক নামের তালিকা বিজিএমইএ তে জমা দেয়ার মধ্যবর্তী সময়ে কোন শ্রমিক/কর্মচারী যোগদান করেই মৃত্যুবরণ করলে অর্থ্যাৎ কোন ব্যাক্তির নাম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে প্রেরণ করার পূর্বেই সে ব্যাক্তি মৃত্যুবরণ করলে তা নির্ধারিত ক্লেইম নটিফিকেশন ফর্ম পূরন করে মৃত্যু পরবর্তী ৭২ ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই বিজিএমইএ কে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় উক্ত বীমা দাবীটি চুক্তি অনুযায়ী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে প্রেরণ করা সম্ভব হবে না। এ সকল নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিক/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে (দুর্ঘটনায় নয়) মৃত্যুবরন করলে ক্লেইম নটিফিকেশন ফর্ম এর সাথে কাজে যোগদানের সময় উক্ত শ্রমিক সুস্থ ছিল মর্মে ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত শারিরীক সুস্থতা সনদ বিজিএমইএ তে জমা দিতে হবে।

সোনালী লাইফ ইনসিওরেন্স কোঃ এর ওয়েব সাইড (www.sonalilife.com) থেকে ক্লেইম নটিফিকেশন/ক্লেইম ফর্ম সরাসরি ডাউন লোড করে নেয়া যাবে। ক্লেইম সংক্রান্ত যে কোন তথ্য ই-মেইল করে সরাসরি ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে (info@sonalilife.com) প্রেরন করা যাবে সেক্ষেত্রে ই-মেইল এ প্রেরিত তথ্যাদির মূল কপি বিজিএমইএ তে জমা দিতে হবে।

মৃত্যু দাবী বিষয়ে বীমাকৃত ইউনিট সমূহের চাহিদার প্রেক্ষিতে বীমাদাবী সমাধান প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর সাথে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১. কোন শ্রমিক/কর্মচারী মৃত্যু বরন করলে অথবা পঙ্গুত্ব (অঙ্গহানি) হতে পারে এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তা নির্দিষ্ট ক্লেইম নটিফিকেশন ফরম পূরন করে এবং তালিকায় উক্ত শ্রমিকের নাম সম্বলিত পাতার ফটোকপিসহ মৃত্যু/দুর্ঘটনা পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে অবশ্যই বিজিএমইএ কে অবহিত করতে হবে।

২. মৃত্যু দাবী বিষয়ক মূল ক্লেইম ফরম পূরন করে চাহিদা মোতাবেক সকল ডকুমেন্টস অবশ্যই ১২০ দিনের মধ্যেই বিজিএমইএ তে জমা দিতে হবে। ১২০ দিনের পরে তা আর গ্রহন যোগ্য হবেনা।

৩. একজন শ্রমিক/কর্মচারী অসুস্থতা জনিত কারনে পূর্ন বেতন প্রদানে সর্বোচ্চ ৬০ দিন ছুটি ভোগ করতে পারবে। ৬০ দিনের বেশী সময় ছুটিতে থাকলে উক্ত শ্রমিক বীমা কভারেজের আওতাভূক্ত থাকবে না। মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মাতৃত্ব জনিত ছুটি পূর্ন বেতনে সর্বোচ্চ ৪ মাস ভোগ করতে পারবে। মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকা অবস্থায় কোন শ্রমিক/কর্মচারী মৃত্যুবরন করলে বীমা দাবীর সাথে অবশ্যই মাতৃত্বকালীন ছুটি সংক্রান্ত ডাক্তারের ব্যাবস্থাপত্র এবং ছুটির অনুমোদন পত্রের সত্যায়িত কপি এবং বেতন প্রদানের তালিকার কপি জমা দিতে হবে।

৪. সর্বোচ্চ ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত একজন শ্রমিক/কর্মচারী বীমা কভারেজের আওতাভূক্ত থাকবে।

৫. বীমা দাবী সমাধানে স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে মূল ডেথ সার্টিফিকেট, নিয়োগ পত্র, আই ডি কার্ড, হাজিরা খাতার সত্যায়িত কপি, ছুটিতে থাকাকালীন মৃত্যুবরন করলে ছুটির আবেদন পত্রের সত্যায়িত কপি এবং দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে বর্নিত সকল ডকুমেন্টস এর সাথে অতিরিক্ত ময়না তদন্ত রিপোর্ট/ওয়েভার এবং এফ. আই. আর রিপোর্ট এর সত্যায়িত কপি অবশ্যই বিজিএমইএ তে জমা দিতে হবে।

৬. বীমা দাবী সমাধানে শ্রমিক যে এলাকায় মৃত্যুবরন করবে সে এলাকার কোন ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত ডেথ সার্টিফিকেট মূল ক্লেইম ফর্ম এর সাথে জমা দিতে হবে ।

৭. যেসব ক্ষেত্রে বীমা সুবিধা প্রাপ্তির আওতাভূক্ত নয় সেগুলো হলঃ পূর্ব বিদ্যমান আঘাত প্রাপ্ত বা পূর্ব বিদ্যমান কোন মারাত্মক রোগ যেমনঃ এইডস, ক্যান্সার এইসব রোগে মৃত্যুবরন করলে এবং আত্মহত্যা, হত্যায় মৃত্যুবরন করলে।

(এহসান উল ফাত্তাহ)
মহাসচিব